গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।
(রাজস্ব শাখা)
www.bhola.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৫.১০.০৯০০.০০৬.২৪.০০২.২১- ৩৬১

তারিখঃ ০৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। / ২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বালুমহাল ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর নির্দেশনা মোতাবেক ভোলা জেলার নিম্নবর্ণিত ০৪টি বালুমহাল বাংলা ১৪৩০ সনের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের তালিকাভুক্ত বালু উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণের নিকট হতে নির্ধারিত দরপত্র ফরমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আগ্রহী ইজারাগ্রহীতাগণ নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন প্রতি দরপত্রের জন্য নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত সিডিউল মূল্য (অফেরতযোগ্য) নগদ জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভোলা সদর ও বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল মহোদয়ের কার্যালয় হতে দরপত্র ফরম ক্রয় করতে পারবেন এবং দরপত্রে নির্ধারিত তারিখে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভোলা সদরে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করতে হবে। দরপত্রের সাথে উদ্বৃত্ত দরের ২৫% জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, ভোলা এর অনুকূলে যে কোনো তফশীলভুক্ত ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করতে হবে। ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর সরকারি বিধি মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে। দরপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী দরপত্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও www.bhola.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

ক্রমিক নং	উপজেলা	বালুমহালের নাম	সম্ভাব্য উত্তোলনযোগ্য বালুর পরিমাণ (ঘনফুট)	আয়তন (একর)	সরকারি সম্ভাব্য মূল্য (১৪৩০ সনের জন্য)	সিডিউল মূল্য (টাকা) (অফেরত যোগ্য)	দরপত্র ক্রয়ের তারিখ ও সময়	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলা ও বাছাইয়ের তারিখ ও সময়
০১.	ভোলা সদর	মেঘনা বালুমহাল-১	২,৪০,১৭,৪৮৯	৭৪.৭৬৭৪	৪,২০,০০,০০০/-	৪,০০০/-	১ম পর্যায় ২০/০৩/২৩ হতে ০২/০৪/২৩	১ম পর্যায় ০৩/০৪/২৩ তারিখ বেলা ০৯.০০ টা হতে দুপুর ০১.০০ টা	১ম পর্যায় ০৩/০৪/২৩ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
০২.		মেঘনা বালুমহাল-২	৮৯,০০,৫৯৯	৩৩.৩৯৪১	১,০৩,২৪,৬৯৫/-	২,০০০/-			
০৩.		মেঘনা বালুমহাল-৩	৫২,৪৪,৯৯৬	১৫.৫৩৯৪	১,৩৯,৫১,৬৯০/-	২,০০০/-			
০৪.		মেঘনা বালুমহাল-৪	৩৬,৭৩,২৬৩	২৩.৯৪৮৮	১,৩৭,৭৪,৭৩৭/-	২,০০০/-	২য় পর্যায় ০৪/০৪/২৩ হতে ০৫/০৪/২৩	২য় পর্যায় ০৬/০৪/২৩ তারিখ বেলা ০৯.০০ টা হতে দুপুর ০১.০০ টা	২য় পর্যায় ০৬/০৪/২৩ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
							৩য় পর্যায় ০৭/০৪/২৩ হতে ০৯/০৪/২৩	৩য় পর্যায় ১০/০৪/২৩ তারিখ বেলা ০৯.০০ টা হতে দুপুর ০১.০০ টা	৩য় পর্যায় ১০/০৪/২৩ তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা

২০/০৩/২৩

(মোঃ তৌফিক -ই-লাহী চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ভোলা।
☎ ০২৪৭৮৮৯৪৪০০
e-mail: dcbhola@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৫.১০.০৯০০.০০৬.২৪.০০২.২১- ৫৭১

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। জনাব তোফায়েল আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ভোলা-১ এবং উপদেষ্টা, জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভোলা।
২। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৯। মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ,পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ভোলা।
১১। পুলিশ সুপার, ভোলা।
১২। মেয়র, ভোলা পৌরসভা, ভোলা।
১৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল।
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ভোলা।
১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা প ও র বিভাগ-১ বাপাউবো, ভোলা।
১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা সদর, ভোলা (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভোলা সদর, ভোলা (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৮। সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ভোলা নদী বন্দর, ভোলা।
১৯। সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভোলা।
২০। জেলা তথ্য অফিসার, ভোলা। তাঁকে মাইকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো।
২১। সহকারী প্রোগ্রামার, ভোলা। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। সম্পাদক, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা/ দৈনিক বাংলার কন্ঠ, ভোলা। তাঁকে উল্লিখিত ইজারা স্বল্প পরিসরে একবার প্রকাশ করে তার কপি সহ বিল দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২৩। প্রাপক, ...।
২৪। নোটিশ বোর্ড।

২০/০৩/২০২৩

(মো: রায়হান-উজ্জামান)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
এবং
সদস্য সচিব
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভোলা।

শর্তাবলী

১. বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১-এর সকল নির্দেশনা এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী নির্দেশনা ইজারাগ্রহীতাকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

২. দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, TIN সার্টিফিকেট, সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র, ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট, ভ্যাট পরিশোধের সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রেজার/মেশিনের হালনাগাদ মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র, সত্যায়িত ছবি ০৩ (তিন) কপি, ইজারাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির হালনাগাদ কপি সংযুক্ত করতে হবে।

৩. প্রতিটি মহালের জন্য পৃথকভাবে দরপত্র দাখিল করতে হবে এবং খামের উপর বালুমহালের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. দাখিলকৃত ইজারা দর অংকে এবং কথায় লিখতে হবে। অসম্পূর্ণ, ওভাররাইটিং, কাটা-ছেড়া বা ঘষামাজা দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. ইজারা দরের ২৫% জামানত হিসেবে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার, জেলা প্রশাসক, ভোলা এর বরাবরে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৬. বাস্তবে বালুমহালের আয়তন কম বা বেশি হতে পারে। ইজারাগ্রহীতাকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে বালুমহলের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে/জেনে দরপত্র দাখিল করতে হবে।

৭. কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী সাপেক্ষে দখল প্রদানের তারিখ হতে বাংলা ১৪৩০ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ইজারা দেওয়া হবে। ৩০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দে পর উক্ত বালুমহালে ইজারা গ্রহীতার কোন স্বত্ব বা স্বার্থ থাকবে না।

৮. ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই মহালের কোন অংশ বা অংশ বিশেষ কারো নিকট সাবলিজ প্রদান করতে পারবে না। উক্ত শর্ত ভঙ্গ করলে সরাসরি ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইজারা মূল্য সরকার বরাবর বাজেয়াপ্ত হবে ও মহালটি পুনরায় ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হতে অথবা আবাসিক এলাকা হতে সর্বনিম্ন ১.০০ কিলোমিটার সীমানার মধ্যে বালু উত্তোলন করা যাবে না ও মজুদ করা যাবে না।

১০. কালেক্টর বা নৌ-পরিবহন বা মৎস্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত পালন করতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকবেন। নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাবে না এবং মাছের প্রজনন সময়ে প্রজনন ক্ষেত্রে বালু উত্তোলন বন্ধ রাখতে হবে।

১১. মাটি কাটবার পর LLW হতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২.০০ ফুটের বেশী হবে না।

১২. নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করে বালু বা মাটি উত্তোলন করতে হবে এবং কোন স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাবে না।

১৩. গ্রিড লাইন, গ্যাস লাইন, ওয়াসা লাইন, টি এন্ড টি লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হলে বালু উত্তোলনকারী নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে উহা মেরামত করতে বাধ্য থাকবেন।

১৪. বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না এবং রাত্রিকালে বালু ও মাটি খনন করা যাবে না।

১৫. বালু বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে এবং যেখানে "নোঙ্গর নিষিদ্ধ" সাইন বোর্ড আছে সেস্থলে খনন করা যাবে না।

১৬. বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা জমি ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হলে ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করবেন। তাতে ইজারাদাতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না বা দায়ী থাকবে না।

১৭. বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য ইজারাদাতা দায়ী থাকবে না। যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকবেন এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবী আসলে ইজারাগ্রহীতাকে তা বহন করতে হবে।

১৮. বালু উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামের পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

১৯. নদীর তীর ভূমির ঢাল (Slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে বালু উত্তোলন করতে হবে।

২০. জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

২১. বালু উত্তোলনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মেনে চলতে হবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা এবং ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২২. উত্তোলনকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাবে না।

২৩. বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করা যাবে না। কোন ক্ষতিপূরণের দাবি আসলে ইজারাগ্রহীতা তা বহন করবেন।

২৪. ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন শেষে ড্রেজিং সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল (যেমন ড্রেজার, পাইপ ইত্যাদি) ইজারাগ্রহীতা দ্রুত সাইট হতে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২৫. প্রস্তাবিত এলাকা হতে মাটি বা বালু উত্তোলনের সময় নৌ-চলাচলের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২৬. বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে নদীর তীর যাতে ভেঙ্গে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৭. চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত হাইড্রোগ্রফিক জরিপ চার্টের চিহ্নিত স্থানের বাইরে মাটি উত্তোলন করা যাবে না। ।

২৮. ইজারা দরপত্র গ্রহণের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ইজারাদরের সমুদয় অর্থ (ইজারামূল্য, ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) আদায়পূর্বক নির্ধারিত ফরমে ইজারা চুক্তি (৩০০/- টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে) সম্পাদন হওয়ার পর বালুমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

২৯. হাইড্রোগ্রফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে বর্ণিত জলপথের তলদেশ হতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে সুইং করে নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করতে হবে।

৩০. জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত (হালনাগাদ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ ইজারায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

৩১. ইজারা গ্রহীতা ইজারা মূল্য, ভ্যাট ও আয়কর যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান না করলে অথবা ইজারা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে, জেলা প্রশাসক বিধি মোতাবেক ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।

৩২. ইজারা চুক্তি বাতিল হলে ইজারা গ্রহীতার জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে।

৩৩. সর্বোচ্চ দরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হবে।

৩৪. কোন কারণবশত ইজারা গ্রহীতা ইজারাকৃত বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না।যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩৫. উপরোক্ত বালুমহালের বিষয়ে ১ম বারের প্রাপ্ত দরপত্র অনুমোদিত হলে ২য় বারের জন্য উক্ত বালুমহালের নাম বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে গণ্য হবে এবং ২য় বারের প্রাপ্ত দরপত্র অনুমোদিত হলে ৩য় বারের জন্য উক্ত বালুমহালের নাম বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩৬. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন সময় যে কোন পর্যায়ে ইজারা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ভোলা।
☎ ০২৪৭৮৮৯৪৪০০
e-mail: dcbhola@mopa.gov.bd